সমকাল

তারিখ ... 30 OCT 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৩ ...

# প্রশ্নপত্র ফাঁস : 'বাণিজ্য' নাকি 'সত্য'?

শিক্ষা | রাশেদা রওনক খান

শিক্ষক, নৃবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্ন ফাঁস হয়েছে বলে কয়েকটি গণমাধ্যম ও অনলাইন পোর্টাল খবর প্রকাশ করার পর তা নিয়ে চলছে সামাজিক গণমাধ্যমের আলাপচারিতা। আসলে সত্য কোনটা? প্রশ্ন কি আসলেই ফাঁস হয়েছে, নাকি এটা একদল অসাধু ব্যবসায়ীর বাণিজ্যিক কৌশল? নাকি নিছক গুঞ্জন? আমরা কি সত্য জানতে চাই? আমাদের হাতে কি সেই সময় ও ভাবনার পরিসর আছে? ডিজিটাল যুগে এসে আমরা তো কেবল 'ডিজিটালাইজড মনোজগৎ' নিয়ে বেড়ে উঠছি, যেখানে মনকে জগতের সঙ্গে যুক্ত করছি না; করছি যন্ত্রের সঙ্গে। ফলে আমাদের চিন্তা-ভাবনায় এসেছে অস্থিরতা ও অসারতা। ভাবনার দুয়ার প্রসারিত হয় কেবল ডিজিটাল দুনিয়ায়, দেখার সম্ভাবনা তৈরি হয় সাইবার জানালা দিয়ে; ঘরের জানালা দিয়ে নয়। তাই কোনো কিছুতেই নেই ভাবনার গভীরতা। যেই মাত্র সাইবার জগতে দেখি 'প্রশ্ন ফাঁস'-এর খবর, অমনি বিশ্বাস করে ফেলি– প্রশ্ন ফাঁস হয়েছে। কিন্তু এই খবরটি কতটুকু সত্য আর কতটুকু মিথ্যা; খবরটি প্রচারের পেছনের রাজনীতি কী; কারা, কখন, কেন, কী উদ্দেশ্যে এ খবরটি প্রকাশ করেছে, তা আমরা কেউ ভেবে দেখি না। কেন দেখি না? আমাদের দেখার জগৎ তো কেবল আমাদের নিজস্ব! তাহলে ভেবে দেখতে এত অনীহা কেন? আজ না হয় একটু ভেবেই দেখি :

প্রথম কথা হচ্ছে– 'প্রশ্ন ফাঁস' এই মুহূর্তে একটা বাণিজ্যিক ডিসকোর্স! একদল অসাধু ব্যবসায়ী বাণিজ্য তথা অতি মুনাফা লাভের জন্য সারাক্ষণ যে কোনো পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁসের সঙ্গে জড়িত থাকে বা থাকতে চায়। এ জন্য যে কোনো মূল্য দিতে তারা প্রস্তুত। হতে পারে, এ দলটি অনেক ক্ষেত্রে সফল হয়। কিন্তু এটাও মনে রাখতে হবে– সর্বক্ষেত্রে নয়। এখানেই আমাদের সুদূরপ্রসারী চিন্তাভাবনার উদ্রেক ঘটাতে হবে। আমরা অতি সহজেই এই অসাধু ব্যবসায়ীদের ফাঁদে পা দিচ্ছি। এই ব্যবসায়ীদের নিয়ে আমার কিছু বলার নেই। কেননা তারা সমাজে থাকবেই, যতদিন তাদের ধরে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি না দেওয়া যাবে। কিন্তু এই চক্রান্তের বাইরে বাকি আমরা যারা প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে যুক্ত, এই আমরা কারা একটু ভেবে দেখি।

এক. শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা, যারা এই ভোগবাদী সমাজের বাস্তবতায় একটা ভালো ফল চায়; প্রকৃত শিক্ষালাভ এখানে গুরুত্ব পায় না। এ ক্ষেত্রে শিক্ষার্থী ও অভিভাবক কাউকেই দোষারোপ করা যাবে না। কেননা, আমাদের সমাজ, রাষ্ট্রব্যবস্থা 'ঔপনিবেশিক কেরানি তৈরির শিক্ষা'য় শিক্ষিত করতেই আগ্রহী শিক্ষার্থীদের। এই 'ঔপনিবেশিক কেরানি তৈরির শিক্ষা' থেকে আমাদের মুক্তি ঘটেনি। ভবিষ্যতেও ঘটার সম্ভাবনার পথ তৈরি হচ্ছে না। তাই কেরানি তৈরির শিক্ষা ব্যবস্থায় মুখস্থ বিদ্যার সংস্কৃতিতে যদি 'প্রশ্ন ফাঁস' পদ্ধতি যুক্ত হয়, তাতে তাদের আগ্রহী হওয়ারই কথা। কেননা, প্রশ্ন ফাঁস হওয়ার পরও যে শিক্ষায় শিক্ষার্থীকে অগ্নিপরীক্ষা দিয়েই পাস করতে হয়, সেই শিক্ষা ব্যবস্থা তো আমাদের মাঝে নেই। যেমন বিদেশে প্রশ্ন দিয়েই দেওয়া হয় পরীক্ষার আগে। কোনো কোনো শিক্ষক ক্লাসে পরীক্ষা নেন না; বাসায় বসেই শিক্ষার্থীদের পরীক্ষা দিতে বলেন। সেই পরীক্ষায় পাস করতে ছাত্রদের হিমশিম খেতে হয়। তাহলে সেই 'প্রশ্ন ফাঁস' আর আমাদের 'প্রশ্ন ফাঁস' এত ভিন্ন কেন? সেই ভাবনা কি আমাদের ভাবায়? আমরা কেন এমন প্রশ্ন ভাবতে পারি না, এমন শিক্ষা ব্যবস্থা তৈরি করতে পারি না– যেখানে প্রশ্ন দেওয়া থাকলেও ছাত্রদের উত্তর দিতে কঠোর পরিশ্রম করতে হবে, প্রচুর পড়ালেখা করতে হবে, জানতে হবে? তাহলে গলদটা কাদের? যারা আমাদেরই তৈরি করা ব্যবস্থায় দৌড়াতে গিয়ে 'প্রশ্ন ফাঁস'-এর চক্রান্তের কাছে নতজানু হচ্ছে, সেই অভিভাবক-শিক্ষার্থীদের? নাকি আমরা শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে যারা নতুন কিছু ভাবছি না, তাদের?

দুই. সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ও গণমাধ্যম, যাদের কল্যাণে এই 'প্রশ্নপত্র ফাঁস'-এর খবর আমাদের কাছে আসে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এখন সবার হাতের মুঠোয়। তাই একজন চাইলেই এই মুহূর্তে 'প্রশ্ন ফাঁস' নিয়ে যে কোনো বিভ্রান্তিমূলক স্ট্যাটাস দিয়ে পুরো ভার্চুয়াল মিডিয়াকে বিভ্রান্ত করতে পারে। এই বিভ্রান্তি ছড়িয়ে দিতে তার এক সেকেন্ডেরও কম সময় লাগবে। প্রশ্ন হচ্ছে, আমি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের একজন দায়িত্বশীল ব্যক্তি হিসেবে তার এই 'বিভ্রান্তি ছড়িয়ে দেওয়া'র কার্যক্রমে কোনো রকম চিন্তাভাবনা ছাড়াই অংশ নেব কি-না? ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধের জায়গা থেকে প্রতিটি মানুষ তা ভাববে– সেটাই প্রত্যাশা করি।

এ ক্ষেত্রে ব্যক্তির চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্ব দিতে চাই গণমাধ্যমের ভূমিকাকে। কিছু গণমাধ্যমও যখন অনেক ব্যক্তির মতোই কোনো রকম যাচাই-বাছাই ছাড়াই এ ধরনের খবর দেদার ছড়িয়ে দেয়, তখন সেসব গণমাধ্যমের দায়িত্ববোধ, নিরপেক্ষতা, সাংবাদিকতার নীতি-নৈতিকতা ইত্যাদি আমাদেরকে ভাবায়। উত্তরাধুনিক এই যুগে এসে গণমাধ্যমের ভূমিকা কতটা শক্তিশালী, তা নতুন করে বলার কিছু নেই! কিন্তু যা বলার আছে তা হলো, গণমাধ্যমের যত ব্যাপ্তি বাড়ছে, ততই কিন্তু দায়িত্ব বাড়ছে। সেই দায়িত্বকে অস্বীকার করে যেসব গণমাধ্যম 'খবর' প্রকাশ না করে, বরং 'তৈরি' করে, তাদের অনেক বেশি সচেতনতা প্রয়োজন এই মুহূর্তে। তা না হলে গণমাধ্যমের যে মূল চরিত্র তা-ই হারিয়ে যাবে।

উদাহরণ দিয়েই বলছি, শুক্রবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ঘ' ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষার কয়েক ঘণ্টা পর থেকে কয়েকটি অনলাইন পত্রিকায় ভেসে বেড়াচ্ছে প্রশ্ন ফাঁসের খবর। বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন কোনো দ্বীপে অবস্থিত প্রতিষ্ঠান নয়। তাই প্রশ্ন ফাঁস হতে পারে না– তা বলছি না। কিন্তু খবরটি গণমাধ্যমে প্রকাশের আগে বিষয়টির সত্যতা যাচাই করেছি কি-না– সেটা আমার প্রশ্ন। ক'জন জানতে চেয়েছি– আসলেই প্রশ্ন ফাঁস হয়েছে কি-না? সরেজমিন কোনো প্রমাণ খুঁজে দেখা হয়েছে কি? কোন তথ্যের ভিত্তিতে প্রকাশ করা হয়েছে, তা কি ভেবে দেখেছি? একটু ভাবি কয়েকটি দিক : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের যদি প্রশ্ন ফাঁস হয়ে থাকে, সেটা কখন? কয়েকটি পত্রিকায় দেখলাম, বলা হয়েছে– ৯.৪০ মিনিট, কয়েকটি বলেছে ৯.৫৩ মিনিট। কেউ কেউ লিখেছেন ৯.৫৭ মিনিট। প্রশ্ন– বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিভিন্ন কেন্দ্রে চলে যায় ৮.৩০টার মধ্যে! ক্যাম্পাসের বাইরে কেন্দ্র মানেই হচ্ছে ঢাকা শহরের কয়েকটি স্কুল ও কলেজ। সেখানে প্রশ্ন যখন দিয়ে দেওয়া হয়, তখন তার দায়িত্বে থাকেন সেসব স্কুলের শিক্ষকেরা। তারা নিজ দায়িত্বে সেসব প্রশ্ন ৯.৪০ থেকে ৯.৪৫-এর মধ্যে পরীক্ষার হলে নিয়ে যান। এই সময়ের মধ্যে অর্থাৎ পরীক্ষা শুরুর কয়েক মিনিট আগে যদি কোনো শিক্ষকের কাছ থেকে প্রশ্ন বাইরে চলে যায়, তাহলে ওপরের খবরটি সত্য হতে পারে। সে ক্ষেত্রে এমন যদি কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় কোনো শিক্ষকের বিরুদ্ধে, তাহলে তদন্ত সাপেক্ষে সেই শিক্ষক শাস্তি তো পাবেনই, সেই পরীক্ষাকেন্দ্রও বাতিল হয়ে যাবে। সেটা ভিন্ন প্রসঙ্গ! কিন্তু আমার প্রশ্ন– যদি এমন কোনো ঘটনা ঘটত, তাহলে প্রশ্নের প্রিন্ট কপি দিতে হবে সেই শিক্ষককে। তাহলে সেই প্রিন্ট কপি তো এক সেকেন্ডের মধ্যে আপলোড হয়ে ছড়িয়ে পড়ত সামাজিক মাধ্যমগুলোতে। তেমনটি কি ঘটেছে কোথাও? এখন পর্যন্ত কোনো প্রিন্ট কপি ভর্তি পরীক্ষার আগে কেউ দেখাতে পারেননি।

এখন পরীক্ষা শেষে প্রশ্ন হাতে ছেলেমেয়েরা কেন্দ্র থেকে বের হয়ে আসার পর কেউ যদি বলেন বা লেখেন– প্রশ্ন ফাঁস হয়েছে, তাকে কোন বিবেচনায় 'সত্য' বলা যাবে? আমি কয়েকজন শিক্ষার্থীকে বিভিন্ন সময় পেয়েছি, যারা আমাকে বলেছে কীভাবে ওই এক শ্রেণির অসাধু ব্যবসায়ী ৫০ হাজার কিংবা লাখ টাকার বিনিময়ে ভুয়া প্রশ্ন হাতে ধরিয়ে দিয়েছিল এবং তাতে এক-দুটো প্রশ্ন কাকতালীয়ভাবে মিলে গেলেও বাকি কিছুই মেলেনি! কিন্তু ওই চক্রকে আর কোনোদিনই তারা চোখে দেখেনি, ফলে সেই টাকা আর ফেরত পায়নি কোনোদিনই!

আমার শঙ্কার জায়গা, এই চক্রের ফাঁদে যে কেবল শিক্ষার্থীরা পড়ছে তা নয়, তারা যোগাযোগ মাধ্যমকেও ব্যবহার করছে এবং কিছু গণমাধ্যম কর্মীও এই ফাঁদে পা দিচ্ছেন, যারা এই চক্রের হয়ে ভুয়া প্রশ্নকে 'প্রশ্ন ফাঁস' বলে খবর 'তৈরি' করছেন! মনে রাখতে হবে, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের কল্যাণে এখন যে কোনো 'খবর' প্রধান হয়ে উঠে খুব সহজেই! ব্যক্তি মানুষ হয়তো খবরটি পড়ার পরে বিবেচনা করে যে, খবরটি কোন ধরনের পত্রিকায় প্রকাশিত হলো, সত্য কি মিথ্যা। কিন্তু সমাজের ওপর যে নেতিবাচক প্রভাব পড়ার তা পড়েই যায়। তাই গণমাধ্যমসহ সামাজিক সব যোগাযোগ মাধ্যমও এ ধরনের খবর প্রকাশের আগে যথার্থ যাচাই-বাছাই করে 'সত্য' উদ্ঘাটন করবে, আসল অপরাধীচক্র শনাক্তকরণে সহায়তা করবে– সেটাই আমাদের প্রত্যাশা।